https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

ড্রাগ থেরাপি

বিবরণ 2016

মেথোট্রেক্সেট

বর্ণনা

যেসকল শিশু বছরের পর বছর শিশু রিউমাটিক রোগে আক্রান্ত তাদের ক্ষেত্রে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। মাত্র ১০-১৫ মিঃগ্রাম/মিঃ২ বডি সারফেসে এরিয়া/প্রতি সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে (প্রতি সপ্তাহে ২০ মিঃগ্রাঃ এর বেশী নয়)। ফলিক এসিড এবং এস টি একত্রে নেওয়ার ২৪ ঘন্টা পর ফলিনিক এসিড নিলে কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কমায়। যাই হোক এটা শুধুমাত্র উচ্চমাত্রার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। রিউমাটিক রোগে এটি স্বল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। এই ক্ষেত্রে এটি অন্যভাবে প্রদাহের বিরুদ্ধে কার্যকর হয়। যখন স্বল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হয়, তখন অধিকাংশ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না অথবা সহজেই নিয়ন্ত্রিন করা সম্ভব।

মাত্রা/প্রয়োগের ধরন

মেথোট্রেক্সেট প্রধানত দুইভাবে পাওয়া যায় ট্যাবলেট ও ইনজেকশন। এটি প্রতি সপ্তাহে একবার একটি নির্দিষ্ট দিনেই দেয়া হয়। সাধারনত প্রতি বর্গমিটার বডি সারফেসে এর জন্য ১০-১৫ মি.গ্রা. করে প্রতি সপ্তাহে দেয়া হয়, (সাধারনত প্রতি সপ্তাহে সর্বোচ্চ ২০ মি.গ্রা.) মেথোট্রেক্সেট দেয়ার ২৪ ঘন্টা পর ফলিক এসিড/ফলিনিক এসিড সেবন করলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম হয়।

ঔষধ এর মাত্রা/ প্রয়োগের ধরন চিকিৎসক নির্ধারন করে বা রোগীর অবস্থার উপর নির্ভর করে।

টেবলেট ভাল শোষন হয় শরীরে যদি তা খাবার এর আগে এবং বেশী পরিমানে পানি খাওয়া যায়। ইনজেকশন ডায়াবেটিস রোগীদের চামড়ার নীচে, অথবা মাংসে এবং অল্প কিছু সময় শিরাপথে দেয়া যায়।

টেবলেট ভাল শোষন হয় শরীরে যদি তা খাবার এর আগে এবং বেশী পরিমানে পানি খাওয়া যায়। ইনজেকশন ডায়াবেটিস রোগীদের চামড়ার নীচে, অথবা মাংসে এবং অল্প কিছু সময় শিরাপথে দেয়া যায়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

কিছু কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যেমন ঃ বমি বমি ভাব, খাদ্য থলির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিহার করার জন্য ঔষধ রাতে খেতে হয়। ভিটামিন এ এবং ফলিক এসিড ব্যবহার করা হয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রোধ করার জন্য।

কিছু ক্ষেত্রে মেথোট্রেক্সট দেয়ার আগে এবং পরে এন্টিসিকনেস ঔষধ নিলে এবং ইনপ্লেকশন রূপে নিলে পার্শ্ব

প্রতিক্রিয়া কম হবে। অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে চামরায় র‍্যাশ এবং মুখে ঘা। কাশি এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে খুবই কম। রক্তকনিকার উপর প্রভাব যদি থাকেও, তা খুবই অল্প মাত্রার। যকৃতের ফাইব্রোসিস বাচ্চাদের ক্ষেত্রে খুবই কম কারন লিভারের উপর অন্যান্র পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই যেমনঃ অ্যালকোহল খাওয়া।

যকৃতের এনজাইম বেড়ে গেলে মেথোট্রাক্সেট বন্ধ করে দিতে হয় এবং তা স্বাভাবিক হলে আবার শুরু করা হয়। এ ঔষধ চলাকালীন সময়ে নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। বাচ্চাদের রোগ সংক্রমন এর ঝুকি সাধারনত কম। যদি আপনার শিশু টিনএজার হয় তাহলে এলকোহল খাওয়া একদম পরিহার করতে হবে। এই ঔষধ খাওয়ার সময় জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে কারন তা আনাগত সন্তানের ক্ষতি সাধন করতে পারে। তাই যুবকদের ক্ষেত্রে যারা সন্তান জন্মদানে সক্ষম তাদেরকে অবশ্যই জন্মনিয়ন্ত্রনকারী ব্যবস্থ গ্রহন করতে হবে।

প্রধান শিশু রিউমাটিক রোগ সমূহ যে ক্ষেত্রে এই ঔষধ ব্যবহৃত হবে।
জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আথ্রাইটিস
জুভেনাইল ডার্মাটোমায়োসাইটিস
জুভেনাইল সিসটেমিক লুপাস
লোকালাইজড ক্সেরোডারমা